৩. জার্মানির চ্যান্সেলার হিসাবে বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল?
(ব. বি. ২০১০)

বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য ছিল সদ্য গঠিত জার্মান সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় রাখা এবং ইউরোপে তাঁর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা এবং জার্মান আধিপত্য বজায় রাখা। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তিনি জার্মানির মর্যাদাকে যে অবস্থায় উন্নীত করেছিলেন তাকে যত্ন সহকারে রক্ষা করাই ছিল বিসমার্কের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনটি যুদ্ধে জার্মানি ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলিকে পরাস্ত করার ফলে ইউরোপে

Scanned with CamScanner

জার্মান বিরোধী জোট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিসমার্কের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জোট গঠন বন্ধ করা। এই জন্য অনেক ঐতিহাসিক তাঁর নীতিকে আত্মরক্ষামূলক নীতিও বলে থাকেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিসমার্ক যে আক্রমণমূলক পররাষ্ট্র নীতি অথবা রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেই নীতিতে তিনি পরিবর্তন আনেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের পর নবগঠিত সাম্রাজ্য রক্ষা করাই ছিল তাঁর পররাষ্ট্র নীতির প্রধান লক্ষ্য। তিনি প্রচার করেন যে, জার্মানের অভিষ্ট পূরণ হয়েছে সেই জন্যই এখন জার্মানি পরিতৃপ্ত দেশ। প্রায় ২০ বৎসর ধরে বিসমার্ক সমস্ত ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক ছিলেন। শান্তির নীতি অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্য তাঁর নীতিকে 'Real politics' বলা হয়।

**ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করার নীতি:** বিসমার্ক প্রধানত ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন রাখার নীতি অনুসরণ করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, ফ্রান্সের পক্ষে প্রাশিয়ার হাতে যুদ্ধে পরাজয়ের অপমান সহ্য করা অসম্ভব ছিল। সেই কারণে বিসমার্ক তাঁর অসাধারণ কূটবুদ্ধির কৌশলে ইউরোপের দেশগুলি থেকে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

বিসমার্ক যে কূটনৈতিক নীতির দ্বারা ফ্রান্সকে মিত্রহীন এবং একা করেছিলেন সেই নীতির সাহায্যেই তিনি ইউরোপের বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে সচেষ্ট হন। এই মৈত্রী নীতি ছিল বিসমার্কের অসাধারণ বিচক্ষণতার উদাহরণ। তিনি সেই সময়ের ইউরোপীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করে এক দিকে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এবং অন্য দিকে ইতালির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন। ব্রিটেনের সঙ্গেও মৈত্রী স্থাপনে বিসমার্ক যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। ব্রিটেনের স্বার্থ প্রধানত ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে, ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে সদ্য গঠিত জার্মানির সাম্রাজ্য বিস্তারের কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। তাই জার্মানির সঙ্গে ব্রিটেনের কোন বিরোধ থাকতে পারে না। প্রাশিয়া এবং রাশিয়ার মধ্যে দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব ছিল। জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক প্রাশিয়ার পূর্বের নীতি অনুসরণ করেন। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হন।

**তিন সম্রাটের চুক্তি:** ইউরোপের স্বৈরাচারী শাসকরা সমাজতন্ত্রবাদ ও অন্যান্য আন্দোলনের আশঙ্কায় যখন ভীত হয়ে উঠে তখন বিসমার্ক সেই পরিস্থিতির সুযোগে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং জার্মান সম্রাটদের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেন। এটি তিন সম্রাটের চুক্তি নামে পরিচিত ছিল। তবে এই চুক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিন সম্রাটের জোটের মূল উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে মিত্রহীন করা। বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার স্বার্থ ছিল পরস্পর

Scanned with CamScanner

বিরোধী। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেসে বিসমার্ক অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করার ফলে রাশিয়া এই গোষ্ঠী থেকে দূরে সরে যায়।

**দ্বি-শক্তি চুক্তি এবং ত্রি-শক্তি চুক্তি:** এই রকম পরিস্থিতিতে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে একটি গোপন দ্বি-শক্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির দ্বারা ঠিক হয় যে, এক পক্ষ যদি রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয় তা হলে অপর পক্ষ তাকে সাহায্য করবে। যদি ফ্রান্স কোনও পক্ষকে আক্রমণ করে তা হলে অপর পক্ষ নিরপেক্ষ থাকবে। কিন্তু, যদি রাশিয়া যুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তাহলে উভয় পক্ষ এক সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এই চুক্তি বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। বিসমার্কের লক্ষ্য ছিল এই মৈত্রী গোষ্ঠীকে আরও সম্প্রসারিত করা। উত্তর আফ্রিকায় ইতালির উপনিবেশ টিউনিশিয়াকে নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে বিরোধে তিনি ইতালিকে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে তার পূর্বের বিরোধ ভুলে যেতে বলেন। বিসমার্কের এই চেষ্টার ফলে দ্বি-শক্তি চুক্তিতে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সাথে ইতালি যোগদান করতে রাজি হয়। এর ফলে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া পররাষ্ট্রীয় আক্রমণ থেকে বেশ কিছুটা নিরাপদ হয়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ইতালি এই শক্তি সমবায়ে যোগ দেওয়ার ফলে ত্রিশক্তি চুক্তির উদ্ভব হয়। এই চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। পরবর্তী কালে ইতালি এই চুক্তি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় এবং মিত্র শক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রগুলিকে বিসমার্ক গোষ্ঠীবদ্ধ করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় বিসমার্ক অসাধারণ কূটনৈতিক রাজনীতিবিদ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। ত্রি-শক্তির দ্বারা স্থির হয়—(ক) যদি ফ্রান্স ইতালিকে আক্রমণ করে, তবে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া ইতালির পক্ষ নেবে; (খ) যদি ফ্রান্স জার্মানিকে আক্রমণ করে তবে ইতালি জার্মানির পক্ষ নেবে; (গ) যদি কোনও একাধিক শক্তি কোনও মিত্রকে আক্রমণ করে তবে তিন মিত্র একত্রে যুদ্ধ করবে।

**রিইন্‌সিওর‍্যান্স চুক্তি:** বিসমার্ক অনুভব করেন যে, রাশিয়া যদি তাঁর মিত্র না হয় তা হলে জার্মানির পূর্ব সীমান্ত অসংরক্ষিত হয়ে পড়বে। ফলে বিসমার্ক যে কোনও উপায়ে রাশিয়ার সাথে মিত্রতার চুক্তি অথবা নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর করতে সচেষ্ট হন। অবশেষে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লক্ষ্য পূরণ হয়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিসমার্ক রাশিয়ার সাথে রিইন্‌সিওর‍্যান্স চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির দ্বারা ঠিক হয় যে, তৃতীয় কোনও রাষ্ট্র জার্মানিকে আক্রমণ করলে রাশিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে। এই ভাবে বিসমার্ক তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতার সাহায্যে জার্মানিকে ইউরোপীয়

Scanned with CamScanner

রাজনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন ইউরোপীয় রাজনীতির প্রকৃত পরিচালক।

বিসমার্ক উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। তিনি বিচক্ষণতা, কূটকৌশল, বাস্তবিক বুদ্ধির দ্বারা এক নতুন জার্মানির সৃষ্টি করেন এবং এই নতুন জার্মানিকে ইউরোপের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেন।

Scanned with CamScanner